তারিখ ... 27 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

এইচএসসিতে ফ্রি স্টাইল প্রশ্নপত্র ফাঁস
নির্বিকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্ন পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টা আগেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফেসবুক, ভাইভার ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এ নিয়ে সংবাদসহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

গত ৩ এপ্রিল সারাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। ২১ এপ্রিল জীববিজ্ঞান দ্বিতীয়পত্রের এবং গত শুক্রবার রসায়ন প্রথমপত্রের পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা আগে ফেসবুক পেজে প্রশ্নপত্র আপলোড করেন নিলয় নামে এক ব্যক্তি। গত ১৯ এপ্রিল জীববিজ্ঞান প্রথমপত্র পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টা আগেই প্রশ্ন ফাঁস করেন একই ব্যক্তি।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন, আমরা সর্বোচ্চ সচেতন রয়েছি। বিজি প্রেস থেকে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই। তবে পরীক্ষা কমিটি প্রশ্ন গ্রহণ করে এক ঘণ্টা বা তার চেয়ে কিছু সময় আগে। এখান থেকে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ থাকতে পারে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান যে 'সর্বোচ্চ সচেতন' থাকার কথা বলেছেন, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে কিভাবে। আর প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ থাকতে পারে, সেটা জানা সত্ত্বেও তিনি আগে থেকে কোন ব্যবস্থা নিলেন না কেন– সেটাই আমাদের প্রশ্ন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান তারা।

পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি অনেক পুরনো। এইচএসসি-এসএসসি পরীক্ষায় তো হয়ই সেই সঙ্গে বিসিএস পরীক্ষায়ও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি এখন স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। বলতে গেলে প্রায় সব ধরনের পরীক্ষায়ই প্রশ্ন আগেই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর তা যদি কর্তৃপক্ষ বুঝত তবে এটি স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হতো না। বস্তুত, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা বোর্ড কারও কাছেই গুরুত্ব পাচ্ছে না। সবাই যেন এ থেকে নিজেদের দায় এড়ানোর চেষ্টা করছে। অথচ এটা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের জন্য ভয়াবহ এবং ক্ষতিকর।

প্রশ্ন হলো, এভাবে কি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতেই থাকবে। এর বিরুদ্ধে কি কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে না? কার্যত কোন ব্যবস্থা না নেয়ার ফলে বর্তমানে এটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এর খেসারত দিতে হবে দেশ ও জাতিকে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে কঠোর অ্যাকশন নেবেন কি?